উপসংহার

বর্কুণ উপত্যকার বাংলা কবিতায় ভাষা আন্দোলনের প্রভাব বিষয়টি আলোচনা করে দেখা যায় যে, ভাষা আন্দোলনের ফলে বর্কুণ উপত্যকার কবিতা চার্চায় পালবাদল ঘটে। পাণ্ডের স্বতঃস্ফূর্ত আধুনিক শুধু হেটেছিল কবিতা চার্চ এ অঞ্চলে সুদীর্ঘ কাল আগে। তখন কবির আপন খেয়ালে প্রকৃতির রোমান্টিকতায় মুক্তি। কবিতার নেপথ্যে ছিল বিশেষ করে বর্কুণের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। বর্কুণের গভীর অর্থাদি, নীল পাহাড়, সবুজ পাহাড়, বর্কুণ ও তার উপনিবীর জীবনীর রোমান্টিক চিত্রে ছিল কবিতার আভিজ্ঞান। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে অর্থো নব জগতের অনেক পরে এ অঞ্চলের কবিতায় লেগেছিল কলকাতা বেশিরভাগ বাংলা কবিতার হাতে।

তবে স্বাধীনতার পর মুহূর্তে বর্কুণ উপত্যকার কবিতা চার্চায় এক নবজোয়ার আসে। এক নব বাঁক নেয় খুশির ভা আন্দোলনের পটভূমিকায়। একদিকে দেশ বিভাগের দুর্বলতা হইতেনা, অপরদিকে অধিন রঙ্গার লড়াই মাতৃভাষাকে বীচিয়ে রাখার সংগ্রামে বাঙালির মনকে ক্ষতিক্ষত করে দেয়। ফলে অনির্ভর বর্কুণ উপত্যকার কবিতা চার্চার পটভূমি পালন চার্চায়। শুধু প্রকৃতি ও অর্থ আধুনিক উপকরণ থাকল না, তার সঙ্গে বুলভাবে যুক্ত হয় কবিতা চার্চায় নব উপকরণ মাতৃভাষা।

বিশ শতকের যাত্রা দশকের পরবর্তী সময়ে বিশেষত সত্যর দশক থেকে থেকে যুগচেতনা বর্কুণের কবিতার সৃষ্টিতে ধরা পড়েছে। ভা আন্দোলন ও উনিশের আধুনিক তাঁদের শক্তি যুগিয়েছে। বর্কুণের কবিতার কাব্য চার্চায় বেগাবাদ করেছে। শেষের মালায় তাঁর উনিশের চলনায় বেঁধে দিয়েছেন। সত্যর দশক থেকেই বর্কুণ উপত্যকার বাংলা কবিতা এক ভিন্ন পথে চলেছে। সত্যর দশকের শেষলিখিতে শুধু হওয়া দুর্বলের ব্যাপির মত আসাম আন্দোলন, নৌকা, রিলেস, ভা সার্কারের, বর্কুণ সাহিত্য, সত্যর সামগ্রিক, অন্তর্গত সক্ষু, সমকালীন নতুন রাজনৈতিক ও অন্যায় অবিচার, প্রতিবাদ প্রতিরক্ষাের
জন্য আশির দশকের কবিরা বললে উঠেছিলেন। ফলে অনিবার্যভাবে এ অঞ্চলের ক্ষেত্রে, বিদ্রোহ, মাটির গণ্ডেচ্ছা, সর্বোপরি আমাদির কথা, আবার অপরদিকে কিছু পাশাপাশি সংকৃতি দেখাতে কথা মানুষের ভাষায় প্রতি উদাসীনতা ও পাশাপাশি ভাষা সংকৃতির প্রতি আনুগত্য তাদের কথা হয়ে উঠে কবিতার বিষয়বস্তু।

ভাষার শহিদদের আশ্বাসিনাথের পর গণসংগ্রাম পরিদর্শনের চাপের ফলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এ অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় গঠন হওয়ার পর থেকে এ অঞ্চলে শিক্ষার হার উন্নতি হলো বাংলা ভাষা চর্চা সেভাবে বৃদ্ধি পায়নি, বরং অনুর্ধ্ব দেখা দেয়। নব প্রজন্মের ছেলেমেয়ারা পাশচালা সংকৃতি চর্চায় অভ্যন্তর হতে থাকে ধীরে ধীরে। তৈরি নির্মাণের কারণে মাতৃভাষার প্রয়োগ না করে শুধু মাত্র শহিদ দিনের অনুষ্ঠান পালনের শিশু হয় না ভাষা বয়স্ক দায়িত্ব। সরকারি দফতরের বরাক উপত্যকার অভ্যন্তরে বাংলা ভাষার ত্মম ব্যবহার হচ্ছে না। ছেলেমেয়েদের শৈশব থেকে বাংলা না শিখে এর অধিকাংশ অভিভাবকরা ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলে পাঠাচ্ছেন। বিশ্বাসযুক্ত তালে তাল মিলাতে অভ্যন্ত বরাক উপত্যকার চিত্র বড় নৈসাধারণক, হতাশাব্যস্ত। মনের আতত্ত্ব থেকে এ অঞ্চলের কবিতা মূল্যের পথ চুক্তিত হয়েছে।

ভাষার প্রতি ভালোবাসা ও ভাষার চত্বর দখল থাকলেই স্বাধীন মত শুদ্ধ, উপমা অমি অলঙ্কারের ব্যবহার সহযোগ। তা প্রমাণিত হয়েছে স্বত্ত্ব বদন থেকে শুরু করে পরবর্তী কবিরা কবিতায়। তারা বিচিত্র ভাষীময় ভাষা চেতনার পরিয়ে দিয়েছেন।

মানুষের বিস্ময়ে দেখা যায়, ভাষা আন্দোলনের পরই বরাকের বাংলা কবিতায় উপমা, রূপক, শব্দ চন্দন, বাক্স গঠন ইত্যাদি ক্ষেত্রে একটা নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে।

গবেষণা সমন্তরের মূল্যের পর্যায়ে একথা বলা মোটে পারে, ১৯৫২ সালের বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন ও ১৯৬১ সালের স্বাধীন ভারতের ধর্মজ্ঞান, আসাম বাংলার উপত্যকা অঞ্চলের ভাষা আন্দোলনের পরিণতি এক নয়। বাংলাদেশ ভাষা
আন্দোলন ও আত্মবিন্ধানের বিনিময়ে সার্বভৌমত্ব লাভ করে স্বাধীন দেশ গড়েছে।
আর বরাক আত্মবিন্ধানের বিনিময়ে শুধু সে অঞ্চলে ভাষার সরকারি স্বীকৃতি লাভ
করেছে। গোটা রাজ্যে নয়। সার্বভৌমত্বের পুরুষ বাংলাদেশের সাহিত্য এসেছে নবমাত্রা,
নব-আত্মাক্রম ও স্বাধীন অভিব্যক্তি। যা তাদের একাকী নিজের। ফলে বাংলা সাহিত্যের
একটা স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি হয়েছে। তবে বরাকের কবিরা সার্বভৌমত্বীয়তায় অগ্রিগর্গ
সাহিত্য সৃষ্টি না করলে ও ভাষা আন্দোলন ও ভাষা চেতনার একটা গাঢ় ছাপ বাংলা
কবিতায় রাখতে পেরেছেন। তা গবেষণায় নিরিখে স্বীকার করে নিতে হয়। ক্রমাগত
ভাষার ওপর আদর্শনে ক্ষত বিক্ষুদ্ধ কবিতা খুঁজেছে অঙ্কিতের এক স্বারু ভূমি। ফলে
জন্ম নিয়েছে সাহিত্যের নব লীলাভূমি। যেখানে একের পর এক যোগ হয়েছে নব
উপমা, রূপক, শব্দ, আশ্চর্য। অনিবার্যভাবে জন্ম নিয়েছে ভাষাধর্মী বাংলা কবিতার নব
ধারা।